

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-
বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ
বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের
বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

সাপ্তাহিক

RNI : ASSBEN/2023/88999

Postal Regn No : SC-104/2025-2027

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

বিশ্বকাপ
থেকেই বাদ,
বড় আর্থিক
জরিমানা!
ভারতে না এলে
চাপে পড়বে
বাংলাদেশই
চলং পৃষ্ঠা



VOL - 03, ISSUE - 4

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 9 January, 2026::: শুক্রবার, ৯ জানুয়ারি, ২০২৬, ২৪ পৌষ, ১৪৩২ বাংলা

RS. 10/-

ছাবিশের নির্বাচনী
দৌড়ে সক্রিয়
মিশনরঞ্জন



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শ্রীভূমি :
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর
করিমগঞ্জে বিজেপি টিকিটের
অন্যতম দাবিদার হিসেবে সক্রিয়
হয়েছেন মিশনরঞ্জন দাস। ফলে
দিন-রাত দৌড়াপ করছেন তিনি।
শামিল এরপর দুয়ের পাতায়—

শ্যালিকার পক্ষ নিতে
গিয়ে প্রাণ গেল
মওলানার, দুই
ভায়রাভাই-ই ঘাতক!



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, বদরপুর, ৬
জানুয়ারি : শ্যালিকার পক্ষ নিতে
গিয়ে করণ পরিণতি মওলানার।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দুই
ভায়রাভাইর কুনজর থেকে
শ্যালিকাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের
প্রাণ হারালেন বাখরশালের
লামাজুয়ার গ্রামের মওলানা
মুজাক্কির এরপর দুয়ের পাতায়—

যুগের অবসান! রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন কবীন্দ্র পুরকায়স্থের

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর :
বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শিলচর
শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের।
বুধবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিলচর
মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় তাঁর। প্রাক্তন
মন্ত্রীর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে দেশের বিশেষ করে
উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতিতে এক সুদীর্ঘ
ও গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিজেপির স্থপতি,
প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, প্রবীণ জননেতা তথা
শিক্ষাবিদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ আর নেই।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫টা বেজে ৬ মিনিটে শিলচর

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শেষ
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল
৯৪ বছর। বার্ষিক্যজনিত নানা রোগে দীর্ঘদিন
ধরেই অসুস্থ ছিলেন কবীন্দ্রবাবু। দিন কয়েক
আগেই ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয় বর্ষীয়ান এই
নেতাকে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে লড়ে
একসময় সব থেমে যায়। না ফেরার দেশে
পাড়ি জমান সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই বিজেপি
নেতা।

কবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই
শিলচর, বরাক উপত্যকা সহ গোটা অসমের
রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে
গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। শোক



জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তু বিশ্ব শর্মা সহ
দেশ ও রাজ্যের প্রথমসারির নেতারা।
‘অসম বিজেপির পিতামহ’ অভিহিত
করা
এরপর দুয়ের পাতায়—

রাজ্যজুড়ে মাঠে নেমে পড়ল ‘টিম হিমন্তু বিশ্ব শর্মা’

দেওয়াল অঙ্কন দিয়ে সারা রাজ্যে প্রচার শুরু, ‘অসমের সুরক্ষা’ই মূল স্লোগান, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি :
রাজ্য জুড়ে দেওয়াল-পদাফুল
আঁকার মধ্য দিয়ে ছাবিশের নির্বাচনী
প্রচার শুরু করল শাসক দল
বিজেপি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে,
বড়সড় লক্ষ্য নিয়ে এবার ভোটের
ময়দানে নামছে পদাশিবির।
মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তু বিশ্ব শর্মা তো
আজ সাফ বলে দিয়েছেন,
অপিনিয়ন পোলে যে ছবি উঠে
এসেছে, তা যথার্থ নয়। বরং
বিজেপি এর চেয়ে অনেক ভাল

ফল করবে। হিমন্তু বলেন, ‘এখনও
অনেকটা কাজ বাকি। অনেক প্রকল্প
ঘোষণা হবে। আসন ভাগাভাগির
ব্যাপার রয়েছে। এরপর ছবি স্পষ্ট
হবে। আর, আমি তো মনে করি ২০
ফেব্রুয়ারির আগে কিছুই বোঝা
যাবে না। তাই অভিমত বা সমীক্ষায়
যা উঠে এসেছে, তা একটা অনুমান-
মাত্র। এর চেয়ে অনেক ভাল
ফলাফলের লক্ষ্যই রয়েছে
বিজেপি।’ আজ গুয়াহাটির
খানাপাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়



এলাকায় দেওয়াল-চিত্র আঁকা দিয়ে
বিজেপির কর্মসূচির সূচনা করেন
সূচনা
এরপর দুয়ের পাতায়—

অখিলের বিবৃতি শ্রেফ
বিনোদন : মুখ্যমন্ত্রী

বার্তালিপি প্রতিবেদন : গুয়াহাটি, ৬
জানুয়ারি : বিধায়ক অখিল গগৈর
ফেসবুক লাইভকে ‘বিনোদন’ আখ্যা
দিয়ে এসবকে বিশেষ গুরুত্ব না
দেওয়ার কথা জানালেন হিমন্তু বিশ্ব
শর্মা। রাইজর দলের প্রধানকে
কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী
বলেন
এরপর দুয়ের পাতায়—

বাংলাদেশে হিন্দু বিধবাকে গণধর্ষণ, সাংবাদিককে গুলি করে খুন

ঢাকা(সংবাদ সংস্থা) : মুহাম্মদ ইউনুসের
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর
হামলা, নির্যাতনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই
ঘটে চলেছে। সোমবার দেশটির দু’টি
জায়গা থেকে খুন ও গণধর্ষণের খবর
মিলেছে। যশোরে এক হিন্দু সাংবাদিককে
গুলি করে খুন করার খবর মিলেছে।
অন্যদিকে বিনাইদহ-তে এক হিন্দু বিধবাকে
গণধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, যশোরের মনিরামপুরে
রাণা প্রতাপ বৈরাগীকে (৩৮) কর্মস্থল
থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে একেবারে
কাছ থেকে গুলি চালিয়ে ও পরে ধারালো

অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করা
হয়েছে। রাণা প্রতাপ স্থানীয় একটি বরফ
কলের মালিক ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি
‘দৈনিক বিডি খবর’ নামের একটি পত্রিকার
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বলে স্থানীয়
পুলিশ জানিয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম
সাড়ির দৈনিক ‘প্রথম আলো’ জানিয়েছে,
রাণা প্রতাপ যশোরের কেশবপুর
উপজেলার আড়ুয়া গ্রামের তুষারকান্তি
বৈরাগীর ছেলে। নড়াইল থেকে পত্রিকাটি
প্রকাশ করতেন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন,
সোমবার সন্ধ্যার দিকে মণিরামপুরে তাঁর

বরফকলে ছিলেন রাণা। সন্ধ্যা পৌনে
পাঁচটার দিকে তিন আততায়ী একটি বাইকে
চেপে ওই বরফকলের সামনে আসে। এবং
রাণাকে ডেকে নিয়ে যায় কপালিয়া
বাজারের একটি অন্ধকার গলিতে। সেখানে
একেবারে কাছ থেকে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে
গুলি চালায় আততায়ীরা। মাটিতে লুটিয়ে
পড়ার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাঁর গলা
ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দেয় দুষ্কৃতীরা।
ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এই ঘটনার
খবরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে
পড়ে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রাণা

প্রতাপের বিরুদ্ধেও বেশ কয়েকটি মামলা
রয়েছে। তবে এই মামলাগুলি কী সংক্রান্ত,
কারা তাঁকে এভাবে খুন করতে পারে সে
ব্যাপারে এদিন কিছু জানাতে পারেননি
মণিরামপুর থানার ওসি রজিউল্লাহ খান।
এদিকে বিনাইদহ থেকেও এদিন
সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরেকটি
নৃশংস ঘটনার খবর মিলেছে। বিনাইদহের
কালিগঞ্জ উপজেলায় বছর চল্লিশের এক
হিন্দু বিধবাকে দুই দুষ্কৃতি মিলে গণধর্ষণ
করে। এতেই তারা ক্ষান্ত না হয়ে ওই
নির্যাতিতার মাথার চুল কেটে ফেলে
পাশের একটি গাছে বেধে রাখে।

জমি সংক্রান্ত ঝামেলা থেকেই এই
অপরাধ বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা
হচ্ছে। নির্যাতিতা স্থানীয় থানায় যে
অভিযোগ জানিয়েছেন তাতে লিখেছেন,
কালিগঞ্জ পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের
জনৈক শাহিদ ও তার ভাইয়ের কাছ থেকে
আড়াই বছর আগে কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়ে
দুতলা ভবন সহ দুই ডেসিমেল জমি
কিনেছিলেন। এরপর থেকেই শাহিন ওই
মহিলাকে প্রায়ই অশালীন প্রস্তাব দিয়ে
উত্থাপন করতে শুরু করে।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে শাহিন ও তার
এক সঙ্গী
এরপর দুয়ের পাতায়—

একের পাতার পর —

বাংলাদেশে হিন্দু বিধবাকে গণধর্ষণ, সাংবাদিককে গুলি করে খুন

হাসান জোর করে ওই বিধবার বাড়িতে ঢুকে পড়ে উপর্যুপরি গণধর্ষণ করে। পরে তারা ওই বিধবার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকাও দাবি করে। সেইসময় ওই বাড়িতে বিধবা মহিলার দুই আত্মীয়ও ছিলেন। কিন্তু অস্ত্রের মুখে তাদের বাধা দেয় দৃষ্টিহীন। ওই আত্মীয়দেরও বেধরক মারধর করা হয়। পরে বিধবা নির্যাতিতাকে হাত পা বেধে কাছের একটি গাছে বুলিয়ে দেয় ওই অপরাধীরা। বিধবা মহিলার চুলও কেটে ফেলে তারা। পুরো ঘটনা মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করে পরে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হয়।

মারের চোটে একসময় ওই মহিলা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে আশপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে এলে অপরাধীরা পালিয়ে যায়। ওই মহিলাকে বিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালের সুপার ডাঃ মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রথমে তাঁর সঙ্গে ঠিক কী হয়েছে, তা বলতে চাননি ওই নির্যাতিতা। পরে মেডিক্যাল পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন, ভয়ঙ্কর ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে।

বিনাইদলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন জানান, ‘আমরা ওই নির্যাতিতাকে থানায় ডেকে বয়ান নথিভুক্ত করেছি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করবে পুলিশ।’

মাঠে নেমে পড়ল ‘টিম হিমন্ত’

অভিযান কর্মসূচিতে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকিয়া।

পরে জোট রাজনীতি নিয়ে হিমন্ত সাংবাদিকদের বলেন, ‘এনডিএ শরিক অগপ সহ অন্য দলগুলিকে নিয়ে ভোটযুদ্ধে নেমে পড়তে তৈরি আমরা। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বেশ কিছু আসনে দাবি জানাচ্ছে বিজেপি এবং অগপ, উভয় পক্ষ। যে কোনও দল দাবি জানাতেই পারে। তবে দাবি জানালেই যে আসন বরাদ্দ করে দিতে হবে, এমনও তো কোনও কথা নেই। সমাধান করা হবে আলোচনার মাধ্যমেই।’

এদিকে, বিজেপির প্রসঙ্গ টেনে হিমন্ত বলেন, ‘আজ যদি ৫০ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করতে বলা হয়, সেটাও পারব। বিজেপি তো আর টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক লেনদেন করে না। প্রক্রিয়াটি বুথ থেকে শুরু হয়ে মণ্ডল, জেলা, রাজ্য এবং অবশেষে দিল্লি পর্যন্ত যায়। নামের প্রস্তাব আসে কর্মীদের থেকেই। এখানে কোনও ফি বা টাকাও নেওয়া হয় না।’

টিকিটের প্রশ্নে কংগ্রেসকে প্রথমে খোঁচা মেরেই তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ‘কংগ্রেস টিকিট দেওয়ার বিনিময়ে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলছে। ৩ থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সব তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। বিয়ের মতো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্যও অগ্রিম টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন মিয়াঁদের জন্য খুল্লমখোল্লা সমবেদনা প্রকাশ করেন। বলেন, ‘মিএগদের খুব কষ্ট হয় জানেন। কারণ, কংগ্রেস এই সম্প্রদায়কে সবদিকে শোষণ করছে। মিয়াঁরা কংগ্রেসকে ভোটও দেয়, আবার টাকাও দেয়। তাদের যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। অথচ উচ্ছেদের সময় এই মিয়াঁরা কাউকেই পাশে পায় না।’

তেজপুরের চলতি উচ্ছেদ অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে হিমন্তবিশ্ব বলেন, ‘আজও তেজপুরে উচ্ছেদ চলছে, কিন্তু কংগ্রেস দল ক্ষতিগ্রস্তদের কোনও সাহায্য করছে না। অথচ ওদের থেকে ঠিক ভোট চাইবে।’ হিমন্ত এদিন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, উচ্ছেদ চলবেই। সরকারের ভূমি উদ্ধার অভিযানের অংশ হিসেবে তেজপুরে প্রায় ৫ হাজার বিঘা জমি থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হবে। এসব জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আক্ষেপ, সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার কথা বারবার বললেও বাস্তবে উচ্ছেদ বা আইনি সমস্যার সময় কংগ্রেস মোটেও এসে মানুষের পাশে দাঁড়ায় না। বরং তারা ভোটের রাজনীতিটাই করে।

এদিকে, বিজেপির প্রচারের স্লোগান নিয়েও এদিন কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। শোনান, নিরাপত্তা ও উন্নয়নই থাকবে ছাব্বিশে পদ্মশিবিরের প্রচারের মূল বিষয়। তাই তারা ব্যবহার করবে ‘অসমের সুরক্ষা, বিজেপির প্রতিজ্ঞা’, ‘বিকশিত অসম, জয় আই অসম’-এর মতো স্লোগান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। তৃণমূলস্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। তিনি স্পষ্ট করে জানান, বাড়ি বা স্থাপনার মালিকের অনুমতি নিয়েই দেওয়ালে ছবি আঁকা হবে। অনুমতি পেলে বিজেপি কর্মীরাই দলের প্রতীক পদ্মফুল আঁকবেন। এটি যেমন জনসংযোগের কাজ করবে, তেমনি প্রচারের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, এই দেওয়ালচিত্রগুলিতে গত পাঁচ থেকে দশ বছরে বিজেপি সরকারের কাজ ও সাফল্য তুলে ধরা হবে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ শইকীয়া বলেন, এই চিত্রগুলির মাধ্যমে ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার’-এর সাফল্য ও উন্নয়নের গল্প সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। শুধু তাই নয়, ছাব্বিশের প্রচার এগোবে অসমের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতা রক্ষার পাশাপাশি উন্নয়ন ও আত্মনির্ভর রাজ্য গঠনের লক্ষ্যেই।

অখিলের বিবৃতি স্রেফ বিনোদন : মুখ্যমন্ত্রী

অখিলের ফেসবুক লাইভ ও সাংবাদিক সম্মেলনকে বিনোদন হিসেবেই দেখা উচিত, খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বোকাখাতে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মানুষ আখিল গগৈর ফেসবুক লাইভকে বিনোদন হিসেবে খুব উপভোগ করেন। মন খারাপ থাকলে, তাঁর লাইভ দেখুন। যেমন দিনের কাজের শেষে মানুষ গান শোনে একটু রিল্যাক্স করার জন্য, তেমনি রাতে অখিলের প্রেসমিট বা ফেসবুক লাইভ দেখে রিফ্রেশ হন অনেকেই, ওটা স্রেফ বিনোদন, সিরিয়াস কিছু নয়।’

ছাব্বিশের নির্বাচনী দৌড়ে সক্রিয় মিশনরঞ্জন

হচ্ছেন সভা-সমিতিতেও। এমনকি তাঁকে ডেকে নিয়ে প্রার্থী হওয়ার দাবি জানাচ্ছেন উত্তর করিমগঞ্জে যোগ দেওয়া নতুন ভোটাররাও। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা অংশ তাঁকে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন, এমন খবরও ঘুরপাক খাচ্ছে। গত সোমবার এমনই একটি সভায় অংশ নিয়েছেন মিশনবাবু। দল চাইলে তিনি নির্বাচন লড়বেন বলে আশ্বস্ত করেছেন নতুন ভোটারদের। মিশন দাস বার্তালিপিকে বলেন, নির্বাচন সামনে আসামাত্রই বিভিন্ন এলাকার মানুষ আমাদের ডাকছেন। তাঁরা আমাদের প্রার্থী চাইছেন। দল বিবেচনা করলে আমি ভোটো দাঁড়াতে প্রস্তুত, এমনটাই আশ্বাস দিয়েছি তাঁদের।

উত্তর করিমগঞ্জে বিজেপির মনোনয়নের জন্য প্রথম থেকেই দৌড়ে রয়েছেন সুরত ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ইশারায় উত্তর করিমগঞ্জ চষে বেড়াচ্ছেন সুরত। অংশ নিচ্ছেন সভা-সমিতিতে।

এ বার সুরতর ঘাড়ে শ্বাস ফেলতে শুরু করেছেন মিশনবাবু। রাজ্য বিজেপির একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা তাঁকে চেনেন। ফলে মিশনবাবু সক্রিয় হওয়ায় বাকি টিকিট প্রত্যাশীদের হার্টবিট বাড়টাই স্বাভাবিক। গত ক’দিন থেকে দৌড়বাঁপের মাত্রা বাড়িয়েছেন মিশন। একের পর এক সভা-সমিতিতে অংশ নিচ্ছেন তিনি। দু’দিন আগেও নির্বাচন নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখাননি তিনি। আচমকা অতি সক্রিয় হওয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

অন্যদিকে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি অংশও মিশনবাবুকে প্রার্থী হিসেবে দাবি করছেন। বিশেষ করে ডিলিমিটেশনের পর উত্তর করিমগঞ্জে শামিল হওয়া নতুন ভোটাররা। গত সোমবার শ্রীমন্ত কানিশাইল গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি আব্দুল ফাত্তুর বাড়িতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই সভায় অংশ নেন মিশনবাবু। এতে উত্তর করিমগঞ্জ থেকে মিশনবাবুকে প্রার্থী হিসেবে দাবি করেন তাঁরা। পরে সেটি নিজ ফেসবুকে পোস্ট করেন মিশন দাস। ভোটাররা তাঁকে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন এমনটা উল্লেখ করেন তিনি।

শ্যালিকার পক্ষ নিতে গিয়ে প্রাণ গেল মওলানার, দুই ভায়রাভাই-ই যাতক!

হোসেন! ঘটনাটি নিয়ে বৃহত্তর চরগোলা বাখরশাল এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নিহত মওলানা মুজাফির ত্রিপুরার একটি মাদ্রাসায় কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনা নিয়ে নিলামবাজার থানায় মামলা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ মতে, লামাজুয়ারের মওলানা মুজাফির এবং নাজিম উদ্দিন ও খায়রুল ইসলাম বিয়ে করেন কালীগঞ্জ বালিয়ার আমডহরে একই বাড়ির তিন মেয়েকে। কিন্তু একসময় দেখা যায় নাজিম ও খায়রুলের কুনজর পড়ে ঘরে থাকা এক শ্যালিকার ওপর। তাঁরা বিভিন্ন সময় শ্যালিকাকে মোবাইলে অশ্লীল মেসেজ বা শব্দর বাড়িতে এলে কুপ্রস্তাব দিয়ে থাকেন। একসময় শ্যালিকা বাধ্য হয়ে বিষয়টি ভগ্নিপতি মুজাফিরের কাছে বলেন। আর এই বলাটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় মুজাফিরের জীবনে। তিনি বিষয়টি শুনে দুই ভায়রাভাইকে কিছুটা ধমক দেন। তখনকার মতো তাঁরা বিষয়টি মেনে নিলেও মওলানার বদলা নিতে ফন্দি আঁটেন। সেইমতে গত ২৯ ডিসেম্বর রাতে শব্দর বাড়ির গ্রামের মসজিদে ওয়াজের নিমন্ত্রণ করে কৌশলে মুজাফিরকে এনে রাতের অন্ধকারে বেধড়ক মারপিট করে আধমরা অবস্থায় খেতের মাঠে ফেলে রেখে যান। এমনকি তাঁদের বেধড়ক মারপিটে মুজাফিরের এক পা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায়। গভীররাতে বিষয়টি গ্রামের ভিডিপি সম্পাদকের নজরে এলে তিনি গ্রামবাসীকে নিয়ে মুজাফিরকে উদ্ধার করে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু তাঁর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে ওইদিন রাতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনা নিয়ে ৩০ ডিসেম্বর নাজিম উদ্দিন ও খায়রুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে নিলামবাজার থানায় মামলা দায়ের করেছেন মওলানা মুজাফিরের স্ত্রী রুকসানা বেগম।

এ দিকে, পাঁচ দিন ধরে মেডিক্যালের আইসিইউতে রেখে মুজাফিরের চিকিৎসা চললেও চিকিৎসদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সোমবার বিকেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। মুজাফির হোসেনের বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। তিনি রেখে গেছেন বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী, দুই শিশু সন্তান সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনকে। তাঁর মৃত্যুতে গোটা বাকরশাল লামাজুয়ার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এ দিন মৃত্যুর খবর চাউর হতেই বৃহত্তর লামাজুয়ার ও কালীগঞ্জ এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে মুজাফিরের নিজ গ্রাম লামাজুয়ারে। তাঁরা মওলানা মুজাফিরের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

যুগের অবসান! রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন কবীন্দ্র পুরকায়স্থের

হতো তাঁকে। কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ছিলেন এমন এক নেতা, যিনি নিজ চোখে দেখেছেন ও নির্মাণ করেছেন ইতিহাস। ১৯৮০ সালে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) বিজেপির প্রতিষ্ঠালগ্নে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কবীন্দ্রবাবু। দলের প্রথম অধিবেশনেও অংশ নিয়ে সাক্ষী হন ইতিহাসের।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গেলেও, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবীন্দ্রবাবু ছিলেন দলের অভিভাবক। রাজ্যের শীর্ষ বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা নিয়মিতই তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশ গ্রহণ করতেন। বাইরের তাবড় নেতারা শিলচরে এলে তাঁকে প্রণাম না ঠুকে এগোতেন না কাজ। সবটাই শেষ হয়ে গেল আজ এক লহমায়। কবীন্দ্রপুত্র সাংসদ কণাদ জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় জেলা বিজেপির কার্যালয়ে আনা হয় কবীন্দ্র পুরকায়স্থর মরদেহ। ওখানে শেষশ্রদ্ধা জানান দলীয় নেতাকর্মীরা। এরপর ১০টা নাগাদ শিলচর ডিএসএ ময়দানে বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন ও অনুরাগীরা শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রয়াত জননেতাকে। বেলা ২টায় শেষকৃত্যের জন্য শিলচর শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। তারপর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বৃহস্পতিবার রাজ্য মর্যাদায়।

আরও খবর.....

মিএগদের ভরসাতেই চলছে কংগ্রেস দল, বললেন দিলীপ শইকিয়া

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি :

রাজ্যজুড়ে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ভোটের প্রচার শুরু করে কংগ্রেসকে একহাত নিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকিয়া। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস মানেই মিএগ, আর মিএগ মানেই কংগ্রেস। এর থেকে এই দলের আলাদা কোনও পরিচয় নেই। মিএগর ভরসাতেই কংগ্রেস দল চলছে।

এ দিন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও প্রদেশ বিজেপি সভাপতি একসঙ্গে মিলে গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ভোটের প্রচারে দেওয়াল লিখন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন। এরপরই তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গতকাল ঢকুয়াখানায় কংগ্রেস যে সভা করেছে, সেটিও বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন নিয়ে এসে করতে হয়েছে। পাঁচ জায়গা থেকে মানুষ নিয়ে এসে লোকসংখ্যা হাজার থেকে ১৫০০-র বেশি হবে না।

শইকিয়া বলেন, বিজেপির দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতেই হাজারের বেশি লোক জমায়েত হন। এর কারণ হিসেবে তিনি তাঁর



দলের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, বিজেপি হচ্ছে তৃণমূল স্তরে কাজ করে যাওয়া একটি জীবন্ত রাজনৈতিক সংগঠন। যে যত্ন করে সে রত্ন পাবেই। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ সম্পর্কে তিনি বলেন, এসি রুম থেকে বেরিয়ে আসা রাজনৈতিক নেতা হচ্ছেন গৌরব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রকে রাজা আখ্যা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘রাজা রাজার কাজ করবেন, আমরা জনগণের কাজ করে যাব।’ অন্যদিকে, ভোটের মুখে বিজেপির তৎপরতা নিয়ে তিনি প্রত্যয় বক্তৃতা করেছেন। দিলীপ বলেন, ‘গত বছর আমরা সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি, এ বার আমাদের লক্ষ্য বড় জয়। আমরা জনগণের আশীর্বাদ চাইছি।’

ঠাণ্ডা বাড়ছে, হঠাৎ করে হাঁপানির টান উঠলে কী করবেন!

হাতের কাছে ইনহেলার না পেলে কী করণীয়?

ঠাণ্ডা কখনও কম, কখনও বেশি। খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে শরীরে নাজেহাল দশা। মরসুম বদলের এই সময়ে যেমন ভাইরাল জ্বর কাবু করছে, তেমনি ঠাণ্ডা-গরমে হেঁচে-কেশে অস্থির।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছে হাঁপানি। এক বার টান উঠলে আর দেখতে হবে না। বৃকে যেন পাথর চেপে বসছে। কখনও চিনচিনে ব্যথা, কখনও দমবন্ধ, হাঁসফাঁস অবস্থা। ঘুমোতে গেলেই বৃকের ভেতর সাঁই সাঁই শব্দ। শ্বাস নিতে গেলে কাশির দমকে অস্থির। ঘন ঘন বৃকে কফ, লাগামছাড়া হাঁচি, ইনহেলার না নিলে গতি নেই। হাঁপানির টান যখন তখন উঠতে পারে। যদি হঠাৎ করেই টান ওঠে ও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, তা হলে কী করবেন? বিপদের সময় হাতের কাছে যদি ইনহেলার খুঁজে না পান, তা হলে কী করণীয় জেনে নিন।

হাঁপানির লক্ষণ এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকমের। সবচেয়ে আগে লক্ষণ চিনে সতর্ক হতে হবে। সাধারণত অল্পেই হাঁপ ধরা, বৃকে ব্যথা, শ্বাস নিতে গেলে সমস্যা, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশি হওয়া, অনবরত হাঁচি, শ্বাস নিতে ও ছাড়তে গেলে বৃকের ভেতর সাঁই সাঁই শব্দ, চোখ দিয়ে

ক্রমাগত জল পড়া, চোখে জ্বালা করা সবই হাঁপানির উপসর্গ। ভাইরাসের সংক্রমণ, ভাইরাল জ্বরে হাঁপানির সমস্যা অনেক বাড়ে। তাই সে ক্ষেত্রে হাতের কাছে ওষুধ, ইনহেলার মজুত করে রাখতেই হবে। বাতাসে থাকা ফুলের রেণু, পোকামাকড়, বিশেষ কোনও খাবার, বালিশ, লেপ তোশকের ধুলো, পোষ্যের লোম, নরম পানীয় ও কিছু ব্যথানাশক ওষুধের কারণেও হাঁপানি বাড়তে পারে। তাই যাঁদের সমস্যা আছে, তাঁদের এই সব জিনিস থেকে দূরেই থাকতে হবে।

হঠাৎ করে হাঁপানির টান উঠলে কী করবেন?

শুয়ে পড়বেন না। বাড়িতে কারও এমন হলে সোজা হয়ে বসতে বলবেন। পিঠ টানটান করে বসতে হবে। ঝুঁকে বসলেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট বাড়বে। সোজা হয়ে বসে গভীর ভাবে শ্বাস টানতে হবে। কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে ছেড়ে দিতে হবে। বার বার এই ভাবে যতটা সম্ভব শ্বাস লম্বা করে টেনে, কিছু সময় ধরে রেখে ছেড়ে দিতে হবে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এর পর নাক দিয়ে লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে তা মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ুন। দেখবেন, হাঁপানির কষ্ট কমে যাবে।

শ্বাসকষ্ট শুরু হলে গরম জলের বাষ্প

নিন। এতেও আরাম হবে কিছুটা। তবে অনেকেই জলের সঙ্গে ইউক্যালিপটাস তেল বা নানা রকম এসেনশিয়াল অয়েল মেশান। এতে কিন্তু অ্যালার্জি বেড়ে যেতে পারে।

হাঁপানির টান উঠলে গরম জল খেতে পারেন। তাতেও উপকার হবে কিছুটা। কফি বা গ্রিন টি খেলেও অনেক সময় লাভ হয়।

আশেপাশে যদি ধোঁয়া, ধুলোবালি বা তীব্র সুগন্ধি থাকে, তবে দ্রুত সেই জায়গা পরিবর্তন করে খোলা বাতাসে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

ইনহেলার সঙ্গে না থাকলে অনুলোম-বিলোম করার চেষ্টা করুন। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি করতে থাকুন।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন?

- ১ কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে বা কথা আটকে যাচ্ছে।
- ২ নখ বা ঠোঁট নীলচে হয়ে যাচ্ছে।
- ৩ বৃকে চাপ চাপ ব্যথা হচ্ছে, মনে হবে ভারী পাথর চেপে বসেছে।



৪ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে অসাড় হতে শুরু করেছে।

এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে দেরি না করে

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সম্ভব হলে দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিডনির রোগ জন্ম হবে, ডায়ালিসিস ছাড়াই সুস্থ হবেন! নতুন কী চিকিৎসা আসতে চলেছে?



কিডনিতে পাথর হলেই আতঙ্ক বাড়ে। সে জায়গায় কিডনির জটিল রোগ বা কিডনি বিকল হওয়ার উপক্রম হলে তো কথাই নেই। একবার কিডনি বিগড়ে গেলে, তাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। তখন প্রতিস্থাপন ছাড়া গতি থাকে না। আর কিডনি প্রতিস্থাপন মানেই তা ঝুঁকিপূর্ণ। সফল না হলে প্রাণসংশয়ও হতে পারে। কিডনির অসুখ নিয়ে বিশ্ব জুড়েই মাথা ঘামাচ্ছেন গবেষকেরা। ডায়ালিসিস বা প্রতিস্থাপন ছাড়াই বিকল কিডনিকে সারিয়ে তোলার কোনও উপায় আছে কি না সে নিয়ে চিন্তাভাবনাও হচ্ছে। নানা রকম চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলছে। তার মধ্যে একটি পদ্ধতি খুব সাড়া ফেলেছে গবেষকমহলে।

হার্ভার্ড স্টেম সেল ইনস্টিটিউটের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, স্টেম কোষ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যে কোনও দুরারোগ্য রোগ সারানো সম্ভব। ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে সুস্থ কোষ দিয়ে বদলে ফেলার ভাবনা অলীক বলেই মনে হবে। কারণ, তা করা তো প্রায় অসম্ভব। এই

অসম্ভব কাজটিকেই সম্ভব করতে পারে স্টেম কোষ। স্টেম কোষের উৎস অনেক। সন্তান জন্মানোর পর মায়ের শরীর থেকে যে প্লাসেন্টা বা অমরা বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে থাকে স্টেম কোষ, যাকে ‘এমব্রায়োনিক স্টেম সেল’ বলে। আবার মজ্জা থেকেও স্টেম কোষ তৈরি হয়। এই কোষগুলিকে অন্য যে কোনও কোষে বদলে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, মজ্জা থেকে নেওয়া স্টেম কোষকে স্নায়ুর কোষে বদলে দেওয়া সম্ভব। আবার এর থেকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক বা কিডনির কোষেও বদলে দেওয়া সম্ভব। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকেই কাজে লাগাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

দাতার শরীর থেকে নেওয়া সুস্থ স্টেম কোষকে গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সেই কোষকে তার পর প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে রোগীর শরীরে। দেখা গিয়েছে, এই পদ্ধতিতে স্টেম কোষ রোগীর শরীরে ঢুকে নতুন কোষের জন্ম দেবে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে সরিয়ে নতুন কোষ সে জায়গা নেবে। এতে অঙ্গ বিকল হওয়ার ঝুঁকি কমবে। স্টেম কোষ থেরাপিতে ক্যান্সারও নিরাময় করা সম্ভব। একই ভাবে ত্রুণিক কিডনির রোগও সারিয়ে তোলা সম্ভব বলেই দাবি করেছেন গবেষকেরা। তবে পদ্ধতিটি নিয়ে গবেষণা চলছে। বহু জনের শরীরে যদি এই থেরাপি সঠিক ভাবে কাজ করে, তা হলেই এই থেরাপির প্রয়োগ শুরু করা যাবে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।

লাগবে না সর্দি, হবে না কাশি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ডায়েটে রাখুন এই ৫ খাবার



শীত জুড়ে সুস্থ থাকুন

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পারদ নামতে শুরু করেছে, আর তার সঙ্গেই পাঙ্ক দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণ। এই পরিস্থিতি শরীরকে দ্রুত অসুস্থ করে তুলতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর বা পেশির ব্যথার মতো সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তুলনামূলক কম হওয়ায় তাঁরাই সব থেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই মরসুমে সুস্থ থাকতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসই হল একমাত্র রক্ষাকবচ। বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন? আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জি.এস. তোমর জানিয়েছেন, শীতে সংক্রমণের পাশাপাশি দূষণের কারণে শ্বাসকষ্টের সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

আমাদের হাতের কাছে থাকা গুটি বিশেষ খাবার শীতের কড়া ঠাণ্ডাতেও আপনাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

১. আমলকীর ম্যাজিক অনেকের মনে করেন আমলকী ঠাণ্ডা, তাই খেলে কাশি হবে। কিন্তু বাস্তবে আমলকী ভিটামিন সি-এর খনি, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শীতের সকালে আমলকীর রস, আচার বা চাটনি ডায়েটে রাখলে তা টনিকের মতো কাজ করবে।
২. তুলসীর গুণজ্ঞ তুলসী পাতা শরীরকে ভেতর থেকে গরম রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলে বা তুলসী পাতা দিয়ে চা বানিয়ে খেলে সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৩. হলুদ ও গোলমরিচ দুধ— ঠাকুমা-দিদিমাদের আমল থেকেই রাতে শোওয়ার আগে হলুদ-দুধ খাওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে। এক গ্লাস গরম দুধে কাঁচা হলুদ এবং এক চিমটি গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুঙ্গে থাকে। যারা দুধ খেতে পারেন না, তাঁরা জলে হলুদ ফুটিয়ে ‘হলুদ চা’ হিসেবেও এটি পান করতে পারেন।

৪. গিলোয় বা গুলঞ্চ— আয়ুর্বেদে গুলঞ্চকে বলা হয় মহৌষধ। বিশেষ করে জ্বর সারাতে এবং ইমিউনিটি বাড়াতে এর জুড়ি মেলা ভার। গুলঞ্চ লতা জলে ফুটিয়ে সেটা খেলে শরীরে রোগজীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না।

৫. প্রতিদিন সকালে কাঠবাদামজ শরীর গরম রাখতে এবং মস্তিষ্ক সচল রাখতে রোজ সকালে ৩-৪টি ভেজানো কাঠবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন। এটি কেবল ইমিউনিটি বাড়ায় না, শীতকালীন শুল্ক ত্বকের জেঙ্কা ধরে রাখতেও সাহায্য করে। কী কী এড়িয়ে চলবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে সুস্থ থাকতে ক্যাফেইন জাতীয় পানীয় বেশি চা-কফি, অতিরিক্ত চিনি এবং জঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকা জরুরি। এই খাবারগুলো শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ : ৩, সংখ্যা, ৪, ২৪ পৌষ, ১৪৩২ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

‘সেকুলার’, নতুন বছরে
আমরা যেন এই শব্দের
মর্যাদা রাখতে পারি

১৯০৫ সালের ৮ নভেম্বর। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যসচিব পদমর্যাদায় আসীন আমলাপ্রবর পি. সি. লিয়ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে বললেন- প্রকাশ্যে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি তুললে, বা বঙ্কিম-বিরচিত গানটি গাইলেই পদক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ ‘বন্দে মাতরম’ কে কার্যত ‘নিষেধ’-এর দায়রায় ফেলে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, স্বদেশি-করা যুবসমাজ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ও ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে আরম্ভ করে নানা সভা ও মিছিলে। ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল কংগ্রেস’-এর সম্মেলন।

সেখানে কী কাণ্ড ঘটেছিল, তার তন্মিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় ‘রাষ্ট্রগুরু’ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে। যুবকেরা যে ফেরি বের করেছিল, সেখানে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া হয়। বৃকে আঁটা ব্যাজটি ছিল ‘বন্দে মাতরম’ খচিত। অর্থাৎ, ব্রিটিশ সরকারের বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করা হয় জেনেবুঝে। কিন্তু অন্যতর পরোচনা ছিল না। পুলিশ অবশ্য তাতে মজেনি। ভোলেনি। বিষয়টিকে লঘু চোখে দেখেওনি। নৃশংসের মতো কাঁপিয়ে পড়েছিল মিছিলে। বেপরোয়াভাবে লাঠি চার্জ করা হয়। অনেকের মাথা ফাটে। আহত হয়ে কেউ কেউ মিছিল থেকে অবসৃত হলেও ‘বন্দে মাতরম’ গেয়ে এহেন নিগ্রহের সামনে পড়তে হওয়ার জন্য স্বদেশিদের মধ্যে অসন্তুষ্টির চেয়ে আত্মতৃপ্তিই ছিল বেশি।

এই সিনেম্যাটিক দৃশ্যটি থেকে ক্রমে আমরা এখনকার দিনে যখন ‘বন্দে মাতরম’ কেন্দ্রিক বিতর্কের মর্মমূলে এসে উপস্থিত হই- ধর্মের অতিরেক আমাদের পীড়িত করে। বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে এ গান সমাদৃত নয়। ধর্মচরণ ও ধর্মারাদনার যুক্তিতে। আর, এ গানের রচয়িতার নামে ধ্বনিত হচ্ছে হিন্দুত্বপন্থী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার একরোখা অভিযোগ। এরই মাঝে ঢুকে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের নাম, যিনি প্রথমাধি ‘বন্দে মাতরম’ মুগ্ধ, অথচ পণ্ডিত নেহরু পরামর্শ চাইলে গানটির অবয়ব থেকে কিছু অংশ বর্জনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, যাতে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ আহত না হয়।

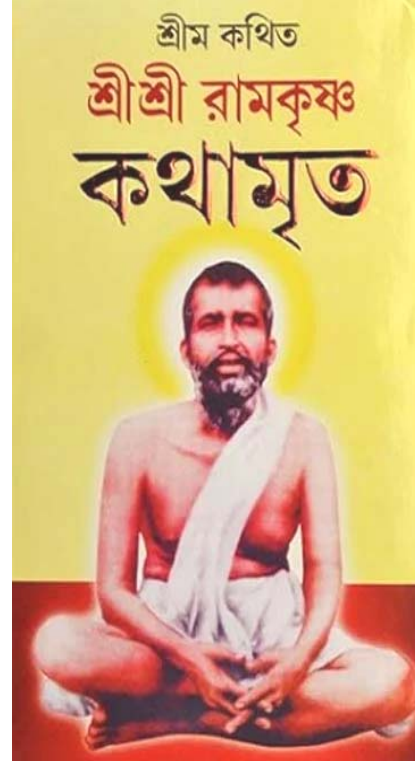
অন্যদিকে, রেজাউল করিমের মতো মানুষ স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করে দেন- ‘বন্দে মাতরম’ নির্বাক প্রাণে ভাষা জোগায়, বীর চিত্তকে সাহসী করে তোলে। স্বদেশ ও সমাজ, ধর্ম ও সংগীতমূল্য, ব্রিটিশ রাজশক্তি বনাম আত্মপ্রতিষ্ঠার আকৃতি- এমন নানা বৈপরীত্যে আক্রান্ত হয়ে ‘বন্দে মাতরম’ আচ্ছন্ন হয়েছেন ন্যারেটিভের লড়াইয়ে। এবং গোদা স্বরে এ গানের সমীপে এখন দাবি রাখা হচ্ছে ‘সেকুলার’ হতে পারা বা না-পারার উত্তরপত্রটি পেশ করা হোক। একটি অসম্ভব সুরময় ও শ্রুতিমধুর গানকে ঘিরে ঐতিহাসিক চর্চা হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু গানটি ‘সেকুলার’ হতে পারল কি পারল না- এমন দড়ি টানাটানির জমিতে গিয়ে যে আমাদের দাঁড়াতে হল, হচ্ছে- এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে? অ-বনিবনার বাঁজ, ইতিহাস পেরিয়ে, ঢুকে পড়েছে ঘটমান বর্তমানের পরিধিতে। কণ্ঠশিল্পীকে ‘সেকুলার’ গান গাইতে মঞ্চে নিদান দেওয়া হচ্ছে। ‘সেকুলার’ শব্দটি কি এত ঠুনকো হয়ে গেল তবে? নতুন বছরে এ নিয়ে কি ভাবব না আমরা তলিয়ে?

জীবনী সাহিত্যের জীবিত লোকরূপ! ‘কথামৃত’-র
আনন্দরসে আজও ডুবে আপামর বাঙালি

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার দিনগুলিকে নানা ঘটনার দিনলিপিতে সাজিয়ে মাস্টারমশাই রচনা করেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, যা আসলে শ্রীরামকৃষ্ণই মুখ-নিঃসৃত বাণী। জীবনী সাহিত্যের আঙ্গিকে রচিত হলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এক সার্থক লোকসাহিত্য। তত্ত্বের দিক থেকে ঠাকুরের এক-একটি কথা নিয়ে হয়তো-বা রচিত হতে পারে ভূরি ভূরি শাস্ত্রগ্রন্থ এমনই মনে করেছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। কথামৃত-কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু সাধনধারার মিলন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অরবিন্দ উল্লেখ করেছিলেন, অনন্তের স্রোতোধারা হিসাবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা যতখানি প্রাণোচ্ছল জীবন্ত আকারে কথামৃত-র মধ্যে পাই, তেমনটি আর কোথাও যেন পাই না।

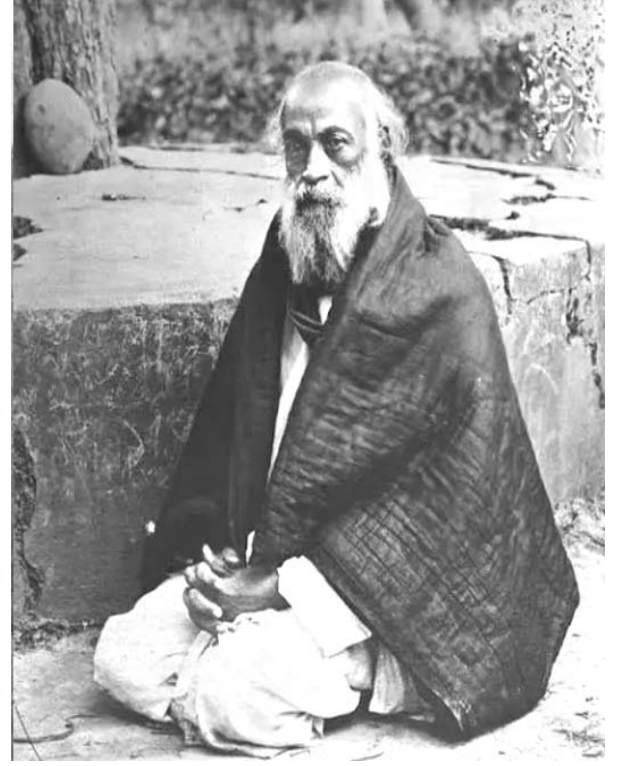
জীবনী সাহিত্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মানুষটির জীবনকাহিনি খুঁজে পেতে চাই আমরা, মানুষটির একান্ত সান্নিধ্য পেতে চাই। যা চাই না, তা হল— মানুষটিকে নিয়ে অহেতুক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আর তত্ত্বকথার কচকচানি। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-য় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনটিকে পাই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের নিখুঁত আঙ্গিকে। জাগতিক উচ্চতম আদর্শের যে ভাবসম্পদ আমরা এর মধ্যে অনুভব করতে পারি, তেমনটি সমকালের অন্য ধর্মগ্রন্থে অনুপস্থিত। ফলে সন্তজীবনী কাব্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ধর্মীয় সাহিত্য হিসাবে ও বিপুল জনপ্রিয়তার নিরিখে রামায়ণ-মহাভারত-এর সঙ্গেই তুলনীয় বললে অতিকথন হয় না আশা করি।

শ্রীমদ্ভগবতগীতা-তে যেমন পাওয়া যায় সমস্ত উপনিষদের সার, তেমনই কথামৃত-য় রয়েছে সৃষ্টির আদি থেকে মানব মনের নানা প্রশ্ন আর সমস্যার শাস্ত্রানুমোদিত সমাধান। অথচ সরল, সুন্দর ও সহজবোধ্য ভাষায়। ছোট ছোট বাক্যে নির্মিত গল্প হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে যা পড়ে, শুনে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে এবং কান্তিত আনন্দ পায়। ঘরোয়া মজলিশের কথোপকথনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এক অনুপম পরিবেশ, যেখানে লোকসাহিত্যের মতো



হাজির হয়েছেন লৌকিক দেব-দেবী থেকে শুরু করে বিড়ালছানা, গিল্মির হাঁড়ি, সাপ, ব্যাঙ, এমনকী রামায়ণ-মহাভারত পুরাণাদির কাহিনিও। ঠাকুরের মজার গল্পটি বলা শেষ হলে পরে থাকে একরাশ নিস্তর্রতা, যার মধ্য দিয়ে আমরা অনুভব করতে পারি গল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

সংলাপের ভঙ্গিতে লেখা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-য় আমরা সহজবোধ্য ভাষায় গান, গল্প ও ছড়ার সমাবেশ লক্ষ্য করি, যা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান। ঠাকুর বিভিন্ন প্রসঙ্গের অনুভব করার জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প ও ছড়ার অবতারণা করে সকলকে হাসিয়েছেন। তার মধ্যেও দুরূহ ধর্মতত্ত্বের যে আলোচনা আছে, সেটা শুনতে শুনতে আমাদের মনে কখন ক্লান্তি আনে না। প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে ঠাকুরের সেই কথকতাগুলিকে সহজ-সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর প্রিয় গৃহীশিষ্য শ্রীম। ঠাকুরের বলা কথাগুলির একবর্ণও যে তাঁর কণ্ঠকল্পনা নয় সে-কথা সহজেই বোঝা যায়। তাঁর রচনারীতির গুণে এমন নিখাদ ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থটিও আদর্শ লোকসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। আমাদের হৃদয় মন্দিরকে পরিষ্কার, উদার ও বিরট না করে শুধু শঙ্খ, ঘণ্টা ও হইচইয়ের বাহ্যিক আড়ম্বরে ভগবানকে পাওয়া যায় না এই জটিল তত্ত্বকথাটি বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব চমৎকার একটি ছড়া বলেছেন মন্দিরে তোর নাইকো মাধব পদো, শাঁখ



ফুঁকে তুই করলি গোলঙ্গ তাতে চামচিকে এগার জনা দিবা নিশি দিচ্ছে হানা।

শুধু ধর্মীয় উপদেশ নয়, নানা মজার গল্পে ভরে উঠেছে কথামৃত-র পাতা। কর্মনাশা নদীতে স্নান করলে কর্মনাশ হয়ে যায়। অথচ, লোকসাহিত্যের অঙ্গন ছাড়া এমন কোনও নদীর নামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। লোকসাহিত্যের আর-একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজে দীর্ঘ দিন প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার, যা কথামৃত-য় চমৎকারভাবে পরিবেশিত হয়েছে তেল মেখে কাঁঠাল ভাজলে হাতে আঠা লাগে না, অথবা গায়ে হলুদ মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। ঈশ্বরলাভের জন্য দরকার ডাকাত পরা ভাবস্ব। সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না, তাই লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। নাহং নাহং, তুচ্ছ তুচ্ছ ঈশ্বর তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, আর কিছু নেই। কথামৃতে যে কথাটি বারবার বলা হয়েছে, তা হল ভগবানকে পেতে হলে তত্ত্বমন্ত্র কিছুই দরকার হয় না। তাই তো ঠাকুর বলেছেন মন্তুর নয়, মন তোর, মন তোর। নিজের মনকে আয়ত্তে আনার জন্যই মন্ত্রের প্রয়োজন। বেদ অথবা শ্রুতি বলছে, মননাং মন্ত্রাঃ, তারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই কথামৃতের প্রথম গানেও ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে কেমন কালী থাকতে পারে। লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লোকশিক্ষা। কথামৃত-বর্ণিত গানের মধ্যে আমরা তার সন্ধান পাই।

১৮৮২ সালের মার্চ থেকে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল মোটামুটি হিসাবে এই চার বছরের মাত্র ৫০টির কিছু বেশি সাক্ষাতের বিবরণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ কথামৃত শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়। অথচ পাঁচ খণ্ডের বইটি আবেদনে এমনই জনপ্রিয় যে, এক-একটি খণ্ড একাধিকবার সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ করতে হয়েছিল অল্প সময়ের ব্যবধানে। কথামৃত-র মূল পাণ্ডুলিপি এবং মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অবশিষ্ট ডায়েরি কোথায় তা নিয়ে সংশয়ের মাঝেও ১৮৮৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীমকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠি থেকে এই বইটির গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুমান করা সম্ভব মাস্টার আপনাকে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ। রামকৃষ্ণকে ঠিক পাকড়েছেন। হায়, অতি অল্প লোকেই তাঁকে বোঝে।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে যে মতাদর্শ শান্তি বর্ষণ করবে, কোন ব্যক্তিকে তার মধ্যে যখন সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। তখন একেবারে যে উন্মত্ত হয়ে যাই না সেটাই আশ্চর্য।

আপামর বাঙালি যে কথামৃত-র এই আনন্দরসে আকর্ষণ নিমজ্জিত তা বলাই যায়। গল্পগ্রন্থ, বাণী, উপদেশাবলি, ধর্মগ্রন্থ, সমাজ-সংস্কৃতির তথ্যনিষ্ঠ লোকসাহিত্যের ইতিহাস যেভাবেই আমরা তার কাছে যাই সেভাবেই তিনি আমাদের আশ্রয় প্রদান করেন হয়ে ওঠেন পীড়িত ও আত্ম মানুষের সহায়-সম্মল। জীবনী সাহিত্যের এমন জীবিত লোকরূপ সত্যিই বিরল।

রান্নাঘরে ভুলেও পাশাপাশি রাখবেন না এই দুটো জিনিস!

নাহলেই পরিবারে রোজ অশান্তি ও কলহ চলবেই



কী বলছে বাস্তুশাস্ত্র?

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তু শাস্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। ঘর গোছানো থেকে শুরু করে ঘরের প্রতিটি জিনিসের সঠিক অবস্থান সবকিছুর ওপরই নির্ভর করে পরিবারের সুখ-শান্তি। বাস্তু শাস্ত্রে বাড়ির রান্নাঘর বা হেঁশেলকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয়, রান্নাঘরের বাস্তু ঠিক থাকলে বাড়িতে অন্ন ও ধনের অভাব হয় না। তবে রান্নাঘরের নিয়ম না মানলে তার অশুভ ফল ভোগ করতে হতে পারে বাড়ির সব সদস্যকে। বাস্তুশাস্ত্র মতে, রান্নাঘরের অতি প্রয়োজনীয় দুটি জিনিস কখনোই একসঙ্গে রাখা

উচিত নয়। সেই দুটি জিনিস হলো নুন ও হলুদ। কেন নুন ও হলুদ একসঙ্গে রাখা বিপজ্জনক? বাস্তু শাস্ত্র অনুযায়ী, নুন ও হলুদ প্রতিটি রান্নাঘরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এদের প্রভাব সম্পূর্ণ আলাদা। নুন স্বাদের পাশাপাশি শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে, হলুদ হল শুভ প্রতীক, যার সঙ্গে ধর্মীয় আচার ও পূজোর গভীর যোগ রয়েছে। বাস্তু মতে, এই দুটি জিনিস পাশাপাশি রাখলে এদের শক্তির মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়, যা সরাসরি পরিবারের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। গ্রহের সংযোগ ও প্রভাব— জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে, নুনের

সঙ্গে চন্দ্র ও শুক্র গ্রহের সম্পর্ক রয়েছে। নুন মানুষের মন ও আবেগকে প্রভাবিত করে। যদি রান্নাঘরে নুন সঠিক স্থানে বা পরিষ্কার পাত্রে না রাখা হয়, তবে বাড়ির সদস্যদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, হলুদ কেবল রান্নার মশলা নয়, এটি সমৃদ্ধির প্রতীক। হলুদের সঙ্গে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের সম্পর্ক রয়েছে বলে মানা হয়। তাই হলুদকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে এবং পবিত্র স্থানে রাখা জরুরি। একসঙ্গে রাখলে কী কী ক্ষতি হতে পারে? বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, নুন ও হলুদ

যদি একটি নির্দিষ্ট বাস্কে বা খুব কাছাকাছি রাখা হয়, তবে বাড়িতে অহেতুক ঝগড়া ও মানসিক উত্তেজনা বাড়তে পারে। এছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। কাজে অনীহা বা মনোনিবেশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই গৃহশান্তি বজায় রাখতে এবং নেতিবাচক শক্তি দূর করতে আজই আপনার রান্নাঘরের মশলার কৌটো সাজানোর ধরনে বদল আনুন। নুন ও হলুদকে আলাদা স্থানে রাখাই বাস্তু সম্মত।

কপালে এক ফোঁটা চন্দনেই ম্যাজিক, বদলাতে পারে সব কিছু

চন্দনের গুণাগুণ অজানা নয় সমস্যা থেকে রেহাই পেতে চন্দন কারও। আবার পূজার্নার ক্ষেত্রেও নিমেষে কাজ দেবে। তাই প্রতিদিন চন্দন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দু রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক ধর্মশাস্ত্র মতে, চন্দন খুবই পবিত্র। ফোঁটা চন্দনের টিপ কপালে পরুন। ফল পেতে সময় লাগবে না। কপালে চন্দনের টিপ পরেন। আপনি কোনও কাজে মন দিতে বিশ্বাস করে তাতেই মিলবে পারছেন না? তার ফলে যা করতে সাফল্য। তবে জানেন কি, শুধু যান, তাতেই গুণগোল হচ্ছে? এইটুকু নয়। কপালে চন্দনের তাহলে আপনার সমস্যা সমাধান একটি টিপ বদলে যেতে পারে করতে পারে এক ফোঁটা চন্দন। জীবন। বর্তমানে কর্মব্যস্ত জীবন। অনেকেই বলেন, এক ফোঁটা চন্দন কপালে লাগালেই বাড়তে পারে মনসংযোগ। প্রচণ্ড গরমে বাড়ি থেকে বেরতে ভয় পান অনেকেই। গরম থেকেও রেহাই দিতে পারে অবসাদের। কপালে প্রতিদিন এক চন্দন। বাইরে বেরনোর আগে ফোঁটা চন্দন লাগালে নাকি কপালে এক ফোঁটা চন্দন দিন। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মাথা যন্ত্রণার সময় ছাড়াও প্রতিদিন চন্দন ওষুধপত্র না খেয়ে ব্যথা থেকে রেহাই পেতে কপালে এক ফোঁটা চন্দন নাকি অব্যর্থ। আজ থেকেই চন্দন নাকি অব্যর্থ। আজ থেকেই এই কৌশল কাজে লাগাতে পারেন।

রাতের অন্ধকার ঘর। হাতে স্মার্টফোন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও ঘুম আর আসছে না। অনিদ্রার সমস্যায় কি আপনিও ভোগেন? এই



এই সাপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি

আপনার শ্রম ও বুদ্ধির ফলে লোকসানে চলা ব্যবসা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। পিতা-মাতার শরীর এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না। রাজনীতিবিদরা নিজ দলে ভালো সম্মান পাবেন। জীবনে উত্থান-পতন থাকলেও ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নিজের খামখেয়ালের জন্য সাংসারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনা করে তবেই বিবাহের দিকে এগোবেন।

বৃষ রাশি

লটারি বা শেয়ারে কিছু অর্থ হাতে আসতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির জন্য বসে না থেকে নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। অংশীদারী ব্যবসায় মনোমালিন্য দেখা দিলে এককভাবে ব্যবসা পরিচালনার চেষ্টা করুন। সাপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা এলেও নিজের বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ব্যবসায় পরিচালনগত ভুলের জন্য কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। স্ত্রীর সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে সমস্যা অনেকাংশে মিটে যাবে।

মিথুন রাশি

বাবা, মা ও ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্য করলেও তাঁদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাবেন না। স্ত্রীর মানসিক সমস্যার জন্য সংসারে অশান্তি। ব্যবসায়ীদের এই সময় বাড়তি চাপ থাকলেও পুরনো টাকা আদায়ের ফলে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। বিদ্যা ও আগুন থেকে সাবধানে থাকুন। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু টাকা ব্যয় হতে পারে। জমি, ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণের আবেদন অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা।

কর্কট রাশি

চাষিরা সঠিক দামে ফসল বিক্রি করার চেষ্টা করুন। সন্তানের অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না। বাড়িতে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান করার আগে গুরুজনদের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি নিজেরাই

মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সমাজসেবা বা রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন, তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীরা নিজের সাথের অতীত ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

সিংহ রাশি

সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক মন্দাভাব থাকবে। কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের থেকে নিজেদের ফসলকে বাঁচান। সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আপনার নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। আমোদপ্রমোদে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় টান পড়তে পারে।

কন্যা রাশি

পিতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অকারণে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সহযোগিতা পাবেন। কতিপয় ব্যবসায়ীর শুল্ক-সংক্রান্ত ব্যবসার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে।

তুলা রাশি

অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। বাইরের লোকের উপর ব্যবসার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেবেন না। শ্বশুরকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির যোগ প্রবল। উচ্চ-বিদ্যালোতে শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা থাকবে। চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি লাভের যোগ এই সময় নির্দেশ করে। কতিপয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক সংক্রান্ত ব্যবসার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের আর্থিক উন্নতি। বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রে কথাবার্তায় সংঘম বজায় থাকলে অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি। সন্তানের আচার-ব্যবহারে পরিবারে অশান্তি। চাকরিজীবীদের কর্মস্থানে কাজের জন্য সুনাম বাড়বে।

ধনু রাশি

জীবনে যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করুন। ব্যক্তিগত জীবনে ওঠাপড়া থাকলেও ভারসাম্য বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্যে উন্নতি ও অর্থাগম। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সরকারি সাহায্যে সঠিক দামে ফসল বিক্রি করার চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য কর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

মকর রাশি

নিজের বেকরোয়া মনোভাবের জন্য ব্যবসায় লোকসান বৃদ্ধি। সাপ্তাহের অন্তর্ভাগে পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক মন্দাভাব কেটে যাবে। নিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হোন। এই সময় পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখের হবে। বয়ঃসন্ধির সন্তানকে বকাবকি করবেন না। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন। বাবা, মা ও ভাইবোনদের প্রতি কর্তব্য করলেও তাঁদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাবেন না।

কুম্ভ রাশি

কন্যাসন্তানের খেলাধুলায় কৃতিত্বের জন্য আপনার মুখ উজ্জ্বল হবে। মায়ের শরীর এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য মানসিক চাপল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অপরের উপকার করার সময় ভালো-মন্দ বিচার করে নিন। জলবাহিত রোগ থেকে এই সময় সাবধানে থাকুন।

মীন রাশি

লটারি বা শেয়ারে কিছু অর্থ হাতে আসতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির জন্য বসে না থেকে নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। অংশীদারী ব্যবসায় মনোমালিন্য দেখা দিলে এককভাবে ব্যবসা পরিচালনার চেষ্টা করুন। সাপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা এলেও নিজের বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

সন্তানের আচার-ব্যবহারে পরিবারে অশান্তি। চাকরিজীবীদের কর্মস্থানে কাজের জন্য সুনাম বাড়বে। আমোদপ্রমোদে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় টান পড়তে পারে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে টাকাপয়সার লেনদেন বুঝে শুনতে করবেন।

দিল্লি হিংসা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আর্জি খারিজ উমর খালিদ- শারজিল ইমামের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি: ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার ঘটনায় মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে, একই মামলায় অভিযুক্ত বাকি পাঁচজন, গুলফিশা ফাতিমা, মীরান হায়দার, শিফা-উর রেহমান, মহম্মদ শাকিল খান এবং শাদাব আহমেদকে সোমবার জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হওয়া দাঙ্গার ঘটনায় যড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও দাঙ্গা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে খালিদ এবং ইমামের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলার কথা বিবেচনা করা, তাঁদের বিচারের আগেই দীর্ঘ কারাবাসের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের ভূমিকার যে প্রমাণ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে তাতে আদালত সন্তুষ্ট। এই প্রমাণ অধীনে তাদের জামিনের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানিয়েছে, খালিদ এবং ইমাম এক বছর পরে অথবা সুরক্ষিত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পরে ফের জামিনের আবেদন করতে পারবে। এই দুই শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি পূরণ হলেই আর্জি জানাতে পারবে তাঁরা। আদালত জানিয়েছে, ভবিষ্যতে খালিদ এবং ইমামের আবেদন স্বাধীনভাবে বিবেচনা করা হবে। সেই বিবেচনাকে, সোমবারের নির্দেশ প্রভাবিত করবে না বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্ট নিজের পর্যবেক্ষণে বলেছে, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার মামলায় অন্যান্য অভিযুক্তরা উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের তুলনায় ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই, বাকি পাঁচ অভিযুক্তের ক্ষেত্রে বিচার শুরু আগে কারাবাসে রাখা প্রয়োজন নেই। তাঁদেরকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্ট নিজের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, সংবিধান ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলেও, একে জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের আইন শৃঙ্খলার সমস্যার থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা যাবে না।

নিউইয়র্ক আদালতে হাজিরা সস্ত্রীক মাদুরোর

নিউইয়র্ক (সংবাদ সংস্থা): বন্দি হওয়ার পর সোমবার প্রথমবার প্রকাশ্যে এসেছেন সস্ত্রীক মাদুরো। এদিন দেখা গেল, হাতে হাতকড়া। পরনে কয়েদির বস্ত্র। এই বেশেই আমেরিকার নিউ ইয়র্কের আদালতে হাজির করানো হল ভেনেজুয়েলার অপহৃত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে।

শনিবার ভোররাত্তি কারাকাসে বিমান হামলার পর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে মার্কিন বাহিনী। আমেরিকায় তাঁকে নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত ব্রুকলিন জেলে রাখা হয়েছিল। মাদুরোকে বন্দি করার পর আমেরিকা জানিয়েছিল, নিউ ইয়র্কের আদালতে তাঁর বিচার হবে। সেই মতোই সোমবার বন্দি প্রেসিডেন্টকে ওই আদালতে হাজির করানো হয়।

আমেরিকার অভিযোগ, সর্বশেষ



নির্বাচনে বামপন্থী মাদুরো রিগিং করে ক্ষমতায় ফিরেছিলেন। মার্কিন প্রশাসনের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করেই দক্ষিণ আমেরিকার তেল সমৃদ্ধ এই দেশের প্রেসিডেন্টের গদিতে ফের বসেছিলেন মাদুরো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরবারই মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে মাদক চক্র চালানোর অভিযোগ তুলেছেন। সেই

সঙ্গে আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে অভিবাসীদের ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে। মূলত আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মাদুরো সরকারের পতন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলে ঠারেঠোরে গত কয়েক মাস ধরেই বোঝাতে চাইছিল আমেরিকা।

প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বর থেকে তাই

কার্যবীর্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভেনেজুয়েলার একের পর এক জলযানে হামলা চালাতে শুরু করে আমেরিকা। ওই সব নৌকায় মাদক পাচার করা হত বলে দাবি ওয়াশিংটন দাবি করলেও মাদুরো প্রশাসনের বক্তব্য, বেশির ভাগ হামলাতেই প্রাণ গিয়েছে সাধারণ মৎস্যজীবীদের। এর মধ্যেই ভেনেজুয়েলার তেলবাহী দুটি ট্যাঙ্কারও বাজেয়াপ্ত করে আমেরিকান নৌবাহিনী। ট্রাম্প প্রশাসনের নজর যে আসলে তাঁর দেশের খনিজ তেলের উপরে, তা আগেও বহু বার স্পষ্ট করেছেন মাদুরো। আমেরিকা এর মধ্যেই ভেনেজুয়েলার দুটি সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেয়। যার একটির মাথায় ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মাদুরো। ওই সংগঠনগুলির মাধ্যমে ভেনেজুয়েলা থেকে সমুদ্রপথে আমেরিকায় মাদক ঢুকছে বলে দাবি করেছিলেন ট্রাম্প।

উত্তরপ্রদেশের খসড়া তালিকা থেকেই বাদ ২.৮৯ কোটি ভোটার!

সংবাদ সংস্থা, লখনউ : ভোটার তালিকা থেকে 'ভূত' তাড়াতেই নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর শুরু করেছে দেশজুড়ে, বারবার এমন দাবি করেছেন বিজেপি নেতারা। আক্রমণ করা হয়েছে বিরোধী দলগুলিকে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অথচ রেকর্ড সংখ্যক ভোটার বাদ পড়ল কিনা বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশেই! যোগীরাজ্যে খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোটার, খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। এর মধ্যে ৪৬ লক্ষ মৃত ভোটার বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশে 'বৈধ' ভোটারের সংখ্যা ১২ কোটি

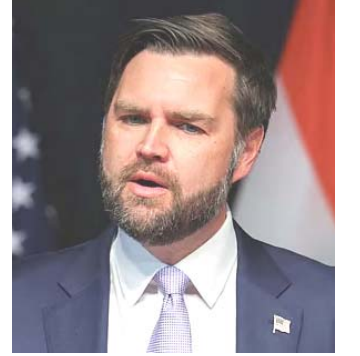
৫৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৫ জন। যা ২০২৫-এর অক্টোবরে ছিল ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ মতো। অর্থাৎ কিনা খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ২.৮৯ কোটি ভোটার। বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে ২.১৭ কোটি স্থানান্তরিত। অর্থাৎ কিনা তাঁরা বর্তমানে সেই স্থানে থাকেন না, যেখানকার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। তাঁরা কি আদৌ উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা? উঠছে প্রশ্ন। অন্যদিকে ৪৬.২৩ লক্ষ মৃত ভোটার অর্থাৎ কিনা প্রকৃতপক্ষে 'ভূত' বাদ পড়েছে। এছাড়াও ২৫.১৭ লক্ষ এমন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, যাঁদের একাধিক স্থানের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এসআইআর নিয়ে ইইচইয়ের মধ্যে বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করছিল, একরাজ্যের ব্যক্তির নাম অন্য রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকাচ্ছে বিজেপি।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে হামলা! ভাঙল জানলার কাচ, ধৃত ১

ওয়াশিংটন (সংবাদ সংস্থা) : ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্বে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে, ঠিক তখনই আমেরিকার বৃহৎ ঘটল এক বড় মাপের নিরাপত্তা লঙ্ঘন। খোদ আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বাড়িতে হানা দিল দুষ্কর্তী। সোমবার আমেরিকার ওহায়ো প্রদেশের সিনসিনাটিতে অবস্থিত ভ্যান্সের বাসভবনে এই হামলা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সূত্রের খবর, এক অজ্ঞাতপরিচয়

ব্যক্তি এ দিন জোর করে ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন। বাধা দিলে তাঁর সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এই সময়ে জেডি ভ্যান্সের ওই বাসভবনের একাধিক জানলার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত ব্যবস্থা নেন এবং ঘটনাস্থল থেকেই ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তবে ঘটনার সময় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বা তাঁর স্ত্রী কেউই উপস্থিত ছিলেন না। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, আততায়ী বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি।



আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, মার্কিন পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের মতে, হামলাকারী বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারেনি। যা ভাঙচুর, সব বাইরেই হয়েছে। ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা গিয়েছে, জানলার কাচ ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

বিজেপির 'দুর্গে' বেশি নাম বাদ, সংখ্যালঘু এলাকায় কম!

ছত্তিশগড়ে আবার এনকাউন্টার! যৌথবাহিনীর গুলিতে সুকমায় নিহত ১২ মাওবাদী

সংবাদ সংস্থা, রায়পুর : দু'টি পৃথক অভিযানে ছত্তিশগড়ে নিহত ১৪ জন মাওবাদী। শনিবার সকালে সুকমা এবং বিজাপুর জেলায় অভিযান চালিয়েছিল নিরাপত্তাবাহিনী। সেই অভিযানে সুকমায় নিহত ১২ জন। আর বিজাপুরে দু'জন। প্রথম অভিযানটি হয় সুকমায়। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কিস্তরামে একটি তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছিল। সেই মতো নিরাপত্তাবাহিনী গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতেই তাদের উপর হামলা চালায় মাওবাদীরা। নিরাপত্তাবাহিনীও প্রত্যাবর্তন করে। সেই সময় গুলির লড়াইয়ে ১২ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে কোস্তা এরিয়া কমিটির নেতা শচীন মাংডুও ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি বছরে

কোস্তায় যে মাওবাদী নেতার নির্দেশে এসিপি আকাশ গীরপুঞ্জকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, তিনিও এনকাউন্টারে নিহত। সুকমার এসপি কিরণ চবণ জানান, অভিযানে যাওয়া নিরাপত্তাবাহিনী ফিরলে তবেই নিহত মাওনেতাদের চিহ্নিতকরণ সম্ভব। সুকমার ঘটনাস্থল থেকে কিছু একে-৪৭ এবং ইনসাস রাইফেলও পাওয়া গিয়েছে। বিজাপুরের ঘটনাস্থল থেকেও মিলেছে এসএলআর এবং ১২ বোর রাইফেল। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীদের নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার পর থেকেই মাওবাদী-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তল্লাশি অভিযান জোরদার করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। এই নিয়ে চলতি বছর

ছত্তিশগড়ে বহু মাও নেতা-কর্মী নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন, মাওবাদী সাধারণ সম্পাদক নান্দালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু ওরফে গগন্না, পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র রেড্ডি ওরফে চলপতি, তাঁর স্ত্রী রবি ভেক্টল লক্ষ্মী চৈতন্য ওরফে অরুণা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নরসিংচলম ওরফে সুধাকর, পিএলজিএ-র শীর্ষ কমান্ডার মাখডী হিডমার মতো শীর্ষ নেতা নেত্রীরা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের উপস্থিতিতে গড়ছিরৌলিতে আত্মসমর্পণ করেছেন নিহত মাওবাদী নেতা মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিশেণজির ভাই মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে সোনু। মাওবাদী সংগঠনে 'তাত্ত্বিক মস্তিষ্ক' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা, লখনউ : এসআইআর-এ বাংলায় বাদ যাবে কোটির বেশি মানুষের নাম। কারণ রাজ্য নাকি 'অনুপ্রবেশকারী'তে ছেয়ে গিয়েছে। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরুর আগে এমনটাই দাবি করেছিল বিজেপি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বাংলায় যে পরিমাণ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে তার চেয়ে শতাংশের বিচারে অনেক বেশি ভোটারের নাম বাদ গেল যোগীর উত্তরপ্রদেশে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি উত্তরপ্রদেশও অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নই এবার তাড়া করবে গেরম্মা শিবিরকে।

উগ্র দেশপ্রেম নয়, যুদ্ধ দেখিয়েও ভারত-পাকিস্তানের সেতু গড়ল 'ইক্সিস'



ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি। সেই আবেগ আঁকড়েই প্রেক্ষাগৃহে 'ইক্সিস' দেখতে ঢুকি। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই সিনেমা যে একাত্তর সালের বসন্তের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি, সেটা জানাই ছিল। একাধিক বালক দেখেও মনে হয়েছিল, ইক্সিস-এ শুধুই ভারত-পাকিস্তানের শত্রুতার নিদর্শন আর যুদ্ধ দেখতে পাব। কিন্তু ফিরলাম দেশের মাটির গন্ধ আর এক অনন্য অনুভূতি নিয়ে। তবে ইক্সিসকে শুধু ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি না বলে অগস্ত্য নন্দার কেরিয়ারের প্রথম মাইলস্টোন বলতে হবে। কেন? তাহলে একটি বিশ্লেষণ করেই বলা যাক।

বলিউড এবং দক্ষিণী সিনে নির্মাতারা বর্তমানে যেখানে পর্দায় প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে ব্যস্ত কিংবা দেশপ্রেমের নামে ক্রমাগত দুটি

দেশের মধ্যে বিরোধের আগুন জ্বালিয়ে চলেছে, সেই আবহ থেকে ১৮০ ডিগ্রি সরে পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন দেখিয়ে দিলেন স্বদেশ চেতনার সঙ্গে মানবিকতা বোধ ও যুদ্ধে লিপ্ত যুযুধান দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা সেতু গড়া ভীষণ জরুরি। সেই কাজটাই করল ইক্সিস। সেইজন্যই সম্ভবত এই সিনেমার শেষ দিনের শুটিংয়ে ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, ইক্সিস ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের নাগরিকদেরই দেখা উচিত।

এই ছবি প্রমাণ করে দিল উগ্র দেশাত্মবোধের নামে রণতুষ্কারের স্লোগান নয়। চোখধাঁধানো অ্যাকশন, কামান, ট্যাংক নিয়ে গোলাগুলির লড়াই আর রক্তের বন্যা বইয়ে দর্শকের হৃদয় জয় করা যায় না। হয়তো তাৎক্ষণিক আর্থিক সাফল্য আসে।

ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ যেমন যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছে ইক্সিস, তেমনই দেশপ্রেমের জন্য ভারতীয় সৈনিকের আত্মত্যাগের কথাও বলেছে। একাত্তর সালে বসন্তের ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে জাতীয় প্রতিরক্ষা অ্যাকাডেমি থেকে সদ্য পাশ করা তরুণ অরুণ ক্ষেত্রপাল সরাসরি সীমান্তে পোস্টিং পান। পুনা হর্স রেজিমেন্টের

ট্যাংক কমান্ডার হয়ে সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে রীতিমতো বিধ্বংসী লড়াই চালান অরুণ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে। একইসঙ্গে শত্রুপক্ষ পাকিস্তানের সৈনিক ব্রিগেডিয়ার নাসিরের আক্রমণে বীরের মতো শহিদ হন তরুণ ভারতীয় যোদ্ধা অরুণ অগস্ত্য নন্দা। এরপর চিত্রনাট্য অনুযায়ী, পরিচালক অরুণ ক্ষেত্রপালের অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক বাবা মদনলালকে ধর্মেন্দ্র কলেজের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে দেন লাহোরে। সেখানে তিনি আতিথেয়তা পান ব্রিগেডিয়ার সৈনিক নাসিরের জয়দীপ আহলাত বাড়িতে। তিনিই মদনলালকে নিয়ে যান সারগোদা গ্রামে তাঁর পুরোনো ভিটে দেখাতে। শুধু তাই নয়, তিরিশ বছর আগে যে মাঠে একটা গাছের তলায় বীরের মতো যুদ্ধের করাকালীন শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেছিলেন তাঁর পুত্র, সেখানেও নিয়ে যান। তারপর ফিরে আসা দেশে। ছবির মূল বক্তব্য, যুদ্ধে দুই দেশের কেউই জেতে বা হারে না, শুধু মৃত্যু হয় মানুষের। যার ফলে হারে মানবিকতা, মূল্যবোধ এবং উগ্র দেশপ্রেমের অছিলায় সত্যিকার দেশপ্রেম। চারদিকে যখন সিনেদুনিয়ার একাংশ আইএসআই, 'র'-এর গুপ্তচরদের হুংকার ও অস্ত্রের বানবানানি দেখিয়ে ব্যবসা করতে ব্যস্ত, তখন রাঘবন দেখিয়ে দিলেন, যে কোনও যুদ্ধেরই একটা অন্যদিক রয়েছে।

এই ছবির আরও বড় প্রাপ্তি হল নতুন মুখ অগস্ত্য নন্দা। প্রথম ছবিতেই যিনি

রোমান্টিক দৃশ্যের অভিনয়েও খুবই সাবলীল লাগলো অমিতাভ বচ্চনের নাটিকে। ধর্মেন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়েও বুঝিয়ে দিলেন তিনি সত্যিই কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন। অ্যাকশন হিরো হয়েও তিনি আস্তিনের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন সংবেদনশীল মনের এক শিল্পীকে। যা তিনি উজাড় করে দিলেন এই শেষ ছবি ইক্সিস-এ। সেই সঙ্গে নাসিরের চরিত্রে জয়দীপ আহলাতও দক্ষ অভিনয়ে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে পাশা দিয়ে গিয়েছেন। কলকাতার একাবল্লী খান্না নাসিরের স্ত্রীর ভূমিকায় বেশ সাবলীল। অল্প সময়ে ছোট ভূমিকায় চোখে পড়েন



বাজিমাৎ করেছেন।

তরুণ অগস্ত্য তাঁর পরিবারের অভিনয়ধারাকে শুধু অনুসরণ করেনি, হোমওয়ার্ক করে বেশ পোক্ত হয়েই ক্যামেরার সামনে এসেছে। এমনকি প্রেমিকা কিরণের সিমন ভাটিয়া সঙ্গে

প্রয়াত আসরানিও। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত অভিনয়, পরিচালকের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পরিবেশনার সৌকর্য ইক্সিসকে নতুন বছরের প্রথম দিনের এক সুন্দর উপহাররুপে গ্রহণ করতেই পারেন।

বছর শেষে বাজিমাৎ বিদ্যার, কোথায় মায়ের জন্মদিনে খাঁটি সোনার কেক কাটলেন! 'পরশুরাম'! কী বলছে নতুন বছরের টিআরপি? আর কী কাণ্ড ঘটালেন উর্বশী রৌতেলা?



নতুন বছর শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই চলে এল হাতে গরম এই সপ্তাহের টিআরপি তালিকা। আর তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে নতুন বছরে টিআরপি তালিকায় এই সপ্তাহে নাম জুড়েছে নতুন ধারাবাহিক প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি-এর। বছরের শুরুতেই স্বস্তিকার ধারাবাহিক করল বাজিমাৎ। তবে ইন্ডিজিৎ-তৃণার ধারাবাহিকও জায়গা ছাড়তে একেবারেই নারাজ। বিষয়টা খানিকটা বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনীর মতো। এই সপ্তাহে

যৌথভাবে প্রথম স্থানাধিকারী দুই ধারাবাহিকের প্রাপ্ত নম্বর ৭.২।

অন্যদিকে গত সপ্তাহ থেকেই ফের ভালো ফল করছে রাঙামতী তীরন্দাজ। এই সপ্তাহে যা পেয়েছে ৭.১ রেটিং। এই সপ্তাহে তৃতীয়স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ও মোর দরদিয়া, পেয়েছে ৬.৮ রেটিং। কমবেশি প্রথম তিনে থাকলেও নতুন বছরে চতুর্থস্থানে রয়েছে পরিণীতা, এই সপ্তাহে পারুল-রায়ানের ধারাবাহিকের প্রাপ্ত নম্বর ৬.৮। গত সপ্তাহে তৃতীয়

স্থানে থাকলেও এই সপ্তাহে পাঁচ নম্বরে জায়গা পেয়েছে সিরিয়াল তারে ধরি ধরি মনে করি, এই সপ্তাহে এই সিরিয়াল পেয়েছে ৬.৪ নম্বর।

এই সপ্তাহে প্রথম পাঁচ থেকে ছিটকে গিয়েছে একগুচ্ছ ধারাবাহিক, সেই তালিকায় রয়েছে ৬.২ রেটিং নিয়ে লক্ষ্মী বাঁপি। দর্শকের কাছে বারবার শ্রুতি ও আরাত্রিকার জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিক প্রশংসা পেলেও টিআরপি তালিকাতে এখনও প্রথম পাঁচে থাকতে পারেন। এই সপ্তাহে ৬.০ রেটিং নিয়ে যা রয়েছে সপ্তমস্থানে। জীতু-শিরিনের বহু আলোচিত ধারাবাহিক চিরদিনই তুমি যে আমার নানারকম টুইস্ট নিয়ে এলেও তাতে যে একেবারেই টিড়ে ভেজেনি তা হাড়েহাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই সপ্তাহে এই ধারাবাহিকের প্রাপ্ত নম্বর, যা এই সপ্তাহে ৫.৯ রেটিং নিয়ে রয়েছে অষ্টমস্থানে। পরিবারের প্রতি নানা দায়িত্বপালনে বন্ধপরিকর দাদামণি রয়েছে নবমস্থানে ৫.৮ রেটিং নিয়ে। আর সব শেষে অর্থাৎ দশমস্থানে রয়েছে চিরসখা। পেয়েছে ৫.৭ রেটিং।

তারকাদের জীবনযাপনে কিছু না কিছু চমক থাকেই। কিন্তু, এই চমক দেওয়ার ক্ষেত্রে বাকিদের তুলনায় কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকেন উর্বশী রৌতেলা। ১ জানুয়ারি ছিল অভিনেত্রীর মা মীরা রৌতেলার জন্মদিন। এ দিন তিন তলা সোনার তৈরি কেক কাটেন অভিনেত্রীর মা। কেক কাটার ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষের শিকার হলেন অভিনেত্রী। দুবাইয়ে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেলে মায়ের জন্মদিন উদযাপন করেন তিনি। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে তাঁর মায়ের সামনে রাখা তিন তলা সোনালি রঙের কেক। এ ছাড়াও সঙ্গে দুই ধরনের পানীয়। কেকের উপরে একটি মুকুট রাখেন অভিনেত্রী। সেটাও নাকি তাঁর মায়ের জন্যই। মায়ের জন্মদিনের এই এলাহি আয়োজন, কেক কাটার ভিডিও পোস্ট করে উর্বশী লেখেন, মায়ের জন্মদিন পালন করলাম বিশ্বের উচ্চতম হোটেলে। সঙ্গে ২৪ ক্যারেটের রাজকীয় সোনার মুকুট সমেত কেক।

ধুমধাম করে জন্মদিন পালন করলেও, নেটাগরিকদের একাংশ সোনার মুকুট দেওয়া কেক কাটার জন্য অভিনেত্রীকে কটাক্ষ করতে



পিছপা হননি। কেউ লেখেন, মীরা রৌতেলা বিশ্বের প্রথম মা যাঁর মেয়ে সোনার কেক কাটিয়েছে। অন্য এক জন নেটাগরিক লিখেছেন, উর্বশী, আপনার মুখে 'ফিলার' বেশি হয়ে গিয়েছে। উর্বশী নিজে সোনার পাতে মোড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে এক জন লিখেছেন, সব কিছু সোনার। এমনকি কেকটাও। এ রকম দেখনদারির কী অর্থ? বুঝি না।

বিশ্বকাপ থেকেই বাদ, বড় আর্থিক জরিমানা! ভারতে না এলে চাপে পড়বে বাংলাদেশি

মুস্তাফিজুর কাণ্ডে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েনের আঁচড় স্পষ্ট

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না বাংলাদেশ। রবিবার দুপুরে ১৭ জন বোর্ড পরিচালককে নিয়ে বিসিবি'র সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রশ্ন হল বাংলাদেশ যদি ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসে, তাহলে কী হবে? সহজ উত্তর, এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আত্মঘাতী হতে পারে।

বিসিআইয়ের নির্দেশে এবছর আইপিএল খেলা হবে না মুস্তাফিজুর রহমানের। তারপর থেকে এই বিষয়ে সুর চড়া করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এমনকী ঘুরপথে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা শুরু করে তারা। মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার বদলা হিসাবে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। এরপর কিছু প্রশ্ন উঠছে। প্রথমত, বিসিআইয়ের মতো শক্তিশালী বোর্ডের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশ। দুই, ভারতে খেলতে আসার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আইসিসিতে চিঠি দিতে চলেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এটা কি আদৌ ফলপ্রসূ হতে চলেছে?

এখন আইসিসির চেয়ারম্যান ভারতের জয় শাহ। তিনি একই সঙ্গে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্রও। ফলে বাংলাদেশ যদি আইসিসির দ্বারস্থ হয়, তাতেও কতটা লাভ হবে সংশয় থাকছে। উল্টে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেলতে চাইলে তাঁদের বাদ দিয়েও বিশ্বকাপ করার পরিকল্পনা করা হতে পারে। কারণ, বাংলাদেশ আর যাই-হোক পাকিস্তানের মতো



প্রভাবশালী দল নয়। এক্ষেত্রে ভারতে না আসার সিদ্ধান্ত থেকে পাল্টি খাওয়ার নেপথ্যে আইসিসিককে নিয়ে সুপ্ত ভয় থাকার কথা বিসিবি'র। প্রশ্ন হল, তাহলে কি বাংলাদেশের বিকল্প দল নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের ব্যাপারে সিলমোহর দেবে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা? তা যদি হয়, বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে বাংলাদেশ।

আগামী মাসে বিশ্বকাপ। তার আগে মুস্তাফিজুর কাণ্ডে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েনের আঁচড় স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই ভারতে আসতে অস্বীকার করেছে পদ্মাপাড়ের দেশ। পাকিস্তানের মতো তারাও এই একই পথে হেঁটে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাইছে। কিন্তু রাতারাতি বাংলাদেশের জন্য হাইব্রিড মডেলের ভাবনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বিশ্বকাপের সূচি বদলও। মাত্র এক মাস পর

বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের এতগুলি ম্যাচ সরানো পদ্ধতিগতভাবে অসম্ভব। তাদের বিমান ভাড়া, হোটেল সব বুক হয়ে গিয়েছে। আরও একটা সমস্যা হল নতুন করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরালে সম্প্রচারে একটা বড় সমস্যা হবে। তাছাড়াও বিশ্বকাপে না আসায় শাস্তি হিসাবে বড়সড় আর্থিক জরিমানার মুখেও পড়তে পারে বিসিবি।

এক্ষেত্রে সম্প্রচার এবং স্পনসরশিপ চুক্তির মূল্যও হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচের তিনটি খেলবে কলকাতায়। এর মধ্যে জুজফেরয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ইটালি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বিরুদ্ধে নামার কথা মুস্তাফিজুরদের। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিরুদ্ধে তাদের খেলা। এখন দেখার পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।

বন্ডি বিচে সন্ত্রাসবাদী হামলায় বহু মানুষের প্রাণ বাঁচান, অ্যাশেজের মঞ্চে সম্মানিত সেই হিরো

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : সিরিজ আগেই হাতছাড়া হয়েছে। সেখান থেকে মেলবোর্ন টেস্ট জিতে কিছুটা সম্মান পুনরুদ্ধার করেছে ইংল্যান্ড। সকলের নজর ছিল পঞ্চম টেস্টে। সেই টেস্টে হানা চালান বন্ডি। বন্ডিবিয়িত টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বেন স্টোকস। সেই সিদ্ধান্ত বুঝেই হয়ে যেতে পারত জো রুট এবং হ্যারি ব্রুক না থাকলে। তাঁদের সৌজন্যে প্রাথমিক বিপদ কাটিয়ে ইংল্যান্ডের রান প্রথম দিনের শেষে ৩ উইকেটে চষ। তবে অ্যাশেজের মঞ্চে সম্মানিত হলেন সেই নায়ক, যিনি বন্ডি বিচে সন্ত্রাসবাদী হামলায়

চালাচ্ছিল আততায়ী। ঠিক সময় পিছন দিক থেকে এসে আততায়ীকে জাপটে ধরে তাঁর বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। বেগতিক বুঝে পালিয়ে যায় সেই আততায়ী। ঠিক সেই সময়েই অন্য আততায়ীর গুলিতে জখম হয়েছিলেন আল আহমেদ। সেই তিনি যখন ক্রিকেট ভর দিয়ে এসসিজিতে পৌঁছান। স্লিং হাতে মাঠেও নামেন। তখন এসসিজিয়ার দর্শকরা গর্জে ওঠেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। আল আহমেদের সঙ্গে করমর্দন করেন শেষ টেস্ট খেলতে নামা উসমান খোয়াজা।

এবার আসা যাক ম্যাচের কথায়।

ক'দিন আগেই পৃথিবী বিখ্যাত বন্ডি বিচ রক্তাক্ত হয়েছিল সন্ত্রাসবাদীদের হামলায়। ইহুদিদের প্রাচীন উৎসব হানুকাহ'র শুরুতেই বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ যায় অন্তত বশু জনের। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ১০ বছরের এক শিশুও। গুলিবিদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সিডনিতে শুরু হয় টেস্ট। দেওয়া হয় গার্ড অফ অনারও। মাঠে উপস্থিত দর্শকরা দাঁড়িয়ে করতালি দেন। ছিলেন নায়কের তকমা পাওয়া

বন্ডির জন্য খেলা হয় মাত্র ৪৫ ওভার। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫৭ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। ২৭ রানের মাথায় মিচেল স্টার্কের বলে আউট হন বেন ডাকেট। রান পাননি জ্যাক ক্রলি ১৬। তিনি সাজঘরে ফেরেন মাইকেল নেসারের বলে। জ্যাকব বেথেল মাত্র ১০ রানে স্কট বোলান্ডের শিকার হন। এরপর উইকেটে জমে যান রুট ও ব্রুক। তাঁদের জুটিতে আপাতত উঠেছে



ফলবিক্রেতা আহমেদ আল আহমেদও। তাঁকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গোটা স্টেডিয়াম।

কে এই আল আহমেদ? গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নির্বিচারে গুলি

১৫৪ রান। ৭২ রানে অপরাধিত রুট। ৭৮ রানে উইকেটে রয়েছেন ব্রুক।

প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে খেলা যখন বন্ধ হল, ইংল্যান্ডের স্কোর তখন ২১১।

জাতীয় পুরস্কারের মনোনয়নের তালিকায় নেই কোনও ক্রিকেটার, অর্জুনের জন্য মনোনীত তিন বঙ্গকন্যা



নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : এ মনোনয়নের তালিকায় নেই বারের জাতীয় পুরস্কারের কোনও ক্রিকেটার। অর্জুন

পুরস্কারের জন্য মনোনীত তিন বাঙালি ক্রীড়াবিদ। এর জন্য প্রণতি নায়ক, মেহলি ঘোষ এবং সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। বুধবার প্রকাশ্যে এসেছে মনোনয়নের তালিকা।

এ বছর দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য একমাত্র ভারতীয় হকি দলের সহ-অধিনায়ক হার্দিক সিংয়ের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। ২৭ বছরের এই এই হকি খেলোয়াড় ভারতীয় দলের মাঝমাঠে অন্যতম স্তম্ভ। অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। এশিয়া

কাপের সোনারজয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন। একইসঙ্গে ভারতের মহিলা দাবাড়ু দিব্যা দেশমুখের নামও অর্জুন পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এবারের প্রস্তাবিত অর্জুন পুরস্কারের তালিকায় রয়েছেন ২৪ জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদের নাম। পুরুষ দাবাড়ু বিদিত্ত গুজরাতি এবং অ্যাথলিট তেজস্বিন শঙ্করের নামও প্রস্তাবিত অর্জুন পুরস্কারের তালিকায় রয়েছে। বুধবার গগন নারাং, অপর্ণা পোপাট ও এমএম সোমাইয়াদের নিয়ে তৈরি নির্বাচক কমিটি এই তালিকা ঘোষণা করেন। ব্যাডমিন্টন থেকে পুঙ্গলা

গোপীচাঁদের কন্যা গায়ত্রী গোপীচাঁদের নামও প্রস্তাবিত অর্জুন পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় আছে। এছাড়া ক্রীড়ামন্ত্রক দ্বারা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পাঁচবছর পর যোগাসনে অর্জুন পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে আরতি পালের নাম। রয়েছে মহিলা

ব্যাডমিন্টন তারকা তৃষা জলির নামও। বাংলার শুটার মেহলি ঘোষ এবং টেবিল টেনিস তারকা অলিম্পিয়ান সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় আছে। মেহলি দুবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। রয়েছেন জিম্নাস্টিক্স থেকে রয়েছেন প্রণতি নায়কও।